বাদল সিক্‌চার্ডের নিবেদন
উত্তম • মালা অভিনীত
সাথীহারা

বাদল পিকচার্সের নিবেদন

সাথীহারা

প্রযোজনা : রাখাল চন্দ্র সাহা

পরিচালনা : সুকুমার দাশগুপ্ত

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : ফণী মজুমদার

সুর সৃষ্টি : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সংলাপ : পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

গীতরচনা :	গৌরী প্রসন্ন মজুমদার	আলোকচিত্র পরিচালনা :	অনিল গুপ্ত
শিল্পউপদেষ্টা :	প্রীতিময় সেন (এ্যাঃ)	চিত্র গ্রহণ :	ননী দাস - জ্যোতিঃ লাহা
শিল্পনির্দ্দেশক :	বিজয় বসু	সঙ্গীত গ্রহণ :	মিনু কাতরাক্ (বম্বে)
সহযোগী চিত্রনাট্যকার :	নীতীশ রায়	শব্দ গ্রহণ :	বাণী দত্ত
সম্পাদনা :	তরুণ দত্ত	শব্দ পুনর্যোজনা :	মৃণাল গুহঠাকুরতা
আলোক সম্পাত :	হরেন গাঙ্গুলী	সাজ সজ্জা :	বৈজুরাম শর্ম্মা
রূপসজ্জা :	শৈলেন গাঙ্গুলী	পরিচয় পত্র :	দিগেন ষ্টুডিও
পটশিল্পী :	বলরাম চট্টোঃ ও নবকুমার কয়াল	স্থির চিত্র :	ক্যাপস
প্রধান কর্ম্মসচিব :	সুখময় সেন	প্রচার :	ধীরেন মল্লিক

ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনা : বিমল পাঁ, অমিত সরকার, চিত্রগ্রহণ : কেষ্ট মণ্ডল, শব্দগ্রহণ : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা : প্রশান্ত দে, রূপসজ্জা : নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, আলোক সম্পাত : সুধীর সরকার, অমিন্যু, সুদর্শন, অবনী, দুঃখী, মারু, উদয়, বুমম্যান, : পাঁচু মণ্ডল, শিল্পনির্দ্দেশনা : সতীশ মুখোপাধ্যায়, ব্যবস্থাপনা : রাম মণ্ডল ও হাবুল রায়।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় এর তত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

ঃ নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীত ঃ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় : গীতা দত্ত ঃ বেলা মুখোপাধ্যায়

ঃ রূপায়ণে ঃ

উত্তম কুমার : মালা সিন্‌হা

তরুণ কুমার : জহর রায় : তমাল লাহিড়ী : প্রীতি মজুমদার : নৃপতি চ্যাটার্জী : শুভেন : বরুণ দত্ত
জীবন রায় : নৃপেন চট্টোঃ : সুখময় সেন : অজিত চট্টোপাধ্যায় : সুধীর বোস : পেড্রো
কাজরী গুহ : গীতা দে : রাজলক্ষ্মী : আশাদেবী : রমা রায় : কৃষ্ণা কুণ্ডু : মীরা চক্রবর্ত্তী।

—একমাত্র পরিবেশক—

জি, আর, পিকচার্স কলিকাতা—১৩

কাহিনী

কুন্দন এক বেদে। সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে বাদর খেলিয়ে বেড়ায়। তাতেই যা পায় তাতেই তার দিন কেটে যায় বেশ ভাল ভাবেই। মনের আনন্দে বেহালা বাজায় আর গান গায়। অপূর্ব্ব বেহালা বাজায় কুন্দন। তার মধ্যে আছে ঈশ্বরের দেওয়া ক্ষমতা আর আশীর্ব্বাদ! যে ক্ষমতার দৌলতে বেহালা তার কাছে হয়ে ওঠে জীবন্ত—যে বেহালার সুরে শ্রোতারা হয়ে উঠে পাগল। রূপা কুন্দনের সাথী। রূপা আর কুন্দন—এই দুটিতে নেচে গেয়ে হেসে খেলে বেড়ায় মনের আনন্দে। রূপা ভালবাসে কুন্দনকে—কুন্দনও! সে ভালবাসার মধ্যে নেই কোন খাদ—নেই কোন ফাঁকি।

এই দুটিকে দেখে দুস্টরও চোখ ভরে যায়। তারা চায় এদের মিলন। কিন্তু বিধাতা বিরূপ। তাই রূপাকে টাকা, বাড়ি ও গাড়ীর মোহ পেয়ে বসে। কিন্তু—ওরা কোথায় পাবে অত টাকা? কুন্দন হাসে। রূপা অভিমান করে।

একদিন কোথা থেকে এক অঘটন ঘটে গেল কুন্দনের জীবনে—যার জন্য কুন্দন নিজে কোনরূপ প্রস্তুত ছিল না·····। টাকা, গাড়ী, বাড়ী এই-ই কি জীবনের সব? মন—প্রেম—প্রতিভার স্থান কোথায়? কে এর জবাব দেবে?

রূপালী পর্দ্দায় তার জবাব পান কিনা দেখুন!

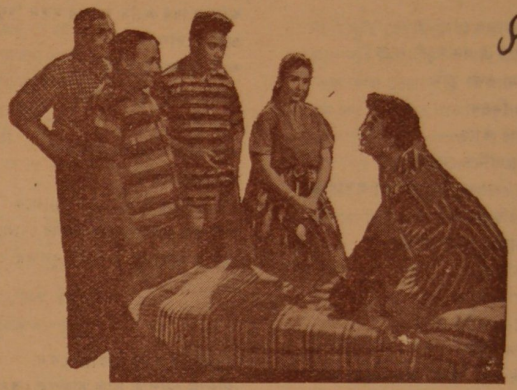

১

নাচরে বাঁদর নাচ
নাচ সাপ তুই নাচ
ঘুঙুরের সুর তোল পায় রে—
আয় খেলা দেখবি আয় খেলা—
লাগ ভেলকির ফু
ছু মন্তর ছু
বর নাচে বৌ গান গায়রে।
ওরে সাপ কন্যে শ্বশুর বাড়ীতে তুই
যা যা যা
যদি দুধ কলা নাই খাস
দোহাই আমার মাথা
খা খা খা
বৌ নাচে, নাচে বর
সাপ মারে গালে চড়
আর বাঁদর যে কানমলা খায়রে
ওরে বাঁদর বর
কন্যের মান ভেঙ্গে
দে দে দে
তুই করিসনে আড়ি
ওরে কাছেতে তাহারে টেনে
নে নে নে
মন্তরে বাজি মাত
সাপ ঘরে রাঁধে ভাত
আর বাঁদর যে চা করিতে যায়রে।

২

এই রং বেরং এর তামাসা ফুরিয়ে যাবে—
ও বাবু দেরী হলেই গরমাগরম জুড়িয়ে যাবে
এই খেল মজাদার বাবু
মিলবে নাত আর
হায় হায় ফুরিয়ে যাবে—জুড়িয়ে যাবে
ফসকে যাবে ধসকে যাবে হায়।
আমার বুদ্ধু লোক বড় ভালো
এই মাস ছয় হল করেছে বিয়ে
ও যে এসেছে কলকাতা দেখতে
তার জরুকে সঙ্গে নিয়ে
ও বাবু আজব সহর এই কলকাতা
আর তাই দেখে বুদ্ধুর ঘুরছে মাথা
বুদ্ধু নাকানি চোপানি খায়
হায় আমার বুদ্ধু কিনে দেবে বৌকে
খুবসুরৎ গয়না শাড়ী—
বাবু দুজনেই আছে খাসা
এই ভাব এই আড়ি—
ও তুই মাথা পিছু পাস যদি একআনা
তবে বৌকে হোটেলে খিলাবি খানা
বুদ্ধু পড় তুই বাবুদের পায়
এই রং বেরং তামাসা ফুরিয়ে যাবে—
ও বাবু দেরী হলেই গরমাগরম জুড়িয়ে যাবে।

৩

কুন্দন: কাজল কাজল চোখে ঐ
বনময়ূরী নাচে ঐ বন ময়ূরী নাচে
মান করোনা কন্যা তুমি
মুখ ফিরিয়ে নিওনা
এসো আমার কাছে—
ও কন্যা বাঁধোনিত মেঘবরণ চুল
দু কানেতে দোলেনা গো ঝুমকো লতার দুল
রূপা: বেশ করেছি তোমার কি
তোমার জ্বালায় পরাণ আমার
একটুও কি বাঁচে
কু: বোলনা আর আড়ি
এই ছাখোনা হাটের থেকে
এনেছি লাল শাড়ী—
রূ: উম্ দেখতে আমা বয়েই গেছে ভারি—
কু: হাটে যদি হারিয়ে যেতাম তোমার হত কি—
রূ: পুরুষ হয়ে বলতে মুখে বাধে না ত ছি:
কু: দূর হারিয়ে যাব -
হারিয়ে যাব কোন দুঃখে
হারিয়ে যাব এই দুনিয়াতে তোমার মত
কন্যা যখন আছে ॥

৪

আয়না বসা চুড়িগুলো ঝিলিকমারে
এ যেন আমারই মনে খুশী—
একটু চাঁদের একটু উঁকি
মেঘের পারে
আনবে কিনে সে যে রাঙ্গাচিরুনী—
আহা বাঁধব আমি সাপের মতন বিনুনী ॥
ওরে ও দোপাটি সই
আমি ব্যাকুল হয়ে রই
আনবে শাড়ী ডুরে কাটা
সবুজ টিয়া রং
আর নূপুর পড়ে বদলে যাবে
আমার চলার ঢং
বাজনা বাজে বাতাসের ঐ ঢোলকে
আর ছন্দ দোলে ঝুমকোলতার নোলকে
ওরে ও মহুয়াবো, ও তোর বুকভরা যে মৌ ॥

৫

যাদুভরা ঐ বাঁশী বাজালে কেন
খোঁপাটি দোপাটি ফুলে সাজালে কেন
ও দুলালি মন ভুলালি
একফালি বাঁকা চাঁদ উঠেছে দেখ
গরবী করবী ঐ ফুটেছে দেখ
ঝিরি ঝিরি হাওয়ায় আন মনে
ঝাউয়ের ঝালর ওই দোলে
রিনিকি ঝিনিকি বাজে লাজুক কাঁকন
চরণে নূপুর সুর তোলে
ঝিকিমিকি তারাভরা এ রাতে শুনি
কে যেন কহিছে পিউ কাঁহা
রয়েছি কাছে তবু দেখনি যেন
কত ঢং জানো তুমি আহা ॥

৬

দূরে কেন এলেই না হয় সরে
গানের সুরে দাওনা এ প্রাণ ভরে
ডাকলে না হয় নতুন নাম ধরে
আকাশপারে তারা
যেন তন্দ্রাহারা
চেন আমায় না হয় নতুন করে
তোমার চোখের ও কোন খুশীর মায়া
আমার প্রাণে রচে মধুর মায়া
তোমার মুখে বাঁশী
আমার মুখে হাসি—
থেকে থেকে যাকনা বকুল ঝরে
দূরে কেন এলেই না হয় সরে ॥

৭

ও ময়না কথা কও
কেন চুপটি করে রও
তবু দাঁড়ের পোষা ময়না কথা কয়নারে
হেথায় আকাশ ত নয় নীল
হেথায় খাঁচায় আটা খিল
এই বন্ধ দ্বারের আঁধারে মন রয়নারে
ও ময়নারে তুই ভুলে গেলি গান কি
ও তোর সাথীহারা হয়ে কাঁদে প্রাণ কি
তোর পায়ের বেড়ি কেটে দিতে দয়া কারো
হয়নারে
এই সোনাদানায় চায়না যে মন ভুলতে
ওই ময়না যে চায় পায়ের শেকল খুলতে
এই শেখাবুলির ছড়া কাটা আর যে প্রাণে
সয়নারে ॥

৮

বাঁশী বুঝি সেই সুরে আর ডাকবে না
ফাগুনেরি দিনগুলি কি আর থাকবে না
দোল দোল মহুয়াতে নেশা আর জাগে না
গুন গুন ভোমরার গান ভাল লাগে না
জোনাকিরা দীপ জ্বেলে আর রাখবে না
রিম ঝিম নূপুরের বোল আর বাজে না
রঙ রঙ পলাশের রঙে মন সাজে না
বনছায়া ফুলে ফুলে আর ঢাকবে না ॥

৯

সাথীরে আজ পেলাম কাছে
তাই আমার হিয়া নাচে
হিয়া নাচেরে
খবর গেল দিকে দিকে
সাথী মোদের আইল
জানোই সেত তুমি বিনে
কেউ যে আমার নাইলো
আমি নাচবো আমি গাইবো—
আমি দুলবো আমি দোলাব—
তোমার মধুর হাসির মত কি আর বল আছে
সাথীরে আজ পেলাম কাছে—
তাই আমার হিয়া নাচে—
সেই সাথে হিয়া নাচেরে—
সাথীরে আজ পেলাম কাছে—

: অন্যান্য ভূমিকায় :

লীলা, সুমিত্রা, প্রণতি, পারুল, গৌরী, লীনা, রূপালী, সাধনা, কৃষ্ণা, কমলা, মণিকা, আরতি যমুনা, বিভা, মায়া, বেলা, কেষ্ট ঘোষ, কালীসাধন, অচিনকুমার, রবীন্দ্রনাথ, কানু, ঠাকুর, শচীন, প্রশান্ত, সুরেশ, অনাদি, প্রাণকৃষ্ণ, মদন, সুধীন, অরূপ, চিত্তরঞ্জন, সরোজ, প্রাণকৃষ্ণ সেন, বীরেশ্বর, গোপীনাথ, অরুণ, রাজেন্দ্র, রঞ্জিৎ, শৈলেশ, রতন, রত্নেশ্বর, উনসন, প্রবোধ, রবীন, কিরণ, গোপাল, জীবন, পরেশ, অমরেন্দ্র, সুবোধ, নরেশ, শরদিন্দু, মানু, মিহির, ইশান, দিলীপ, ধীরেশ, অজিত, নিখিল, সাহিদ মহম্মদ, নিমাই, বৈদ্যনাথ, দেবলাল প্রভৃতি।

পরবর্তী আকর্ষণ

টনি বনি প্রোডাকসন্সের

সুমিত্রা দেবী অভিনীত

রবীন্দ্রনাথের

জীবিত ও মৃত

পরিচালনা

অসিত সেন

বাদল পিকচার্স

নিবেদিত

তারাশঙ্করের

আগুন

পরিচালনা

অসিত সেন

পরিবেশক

জি, আর, পিকচার্স

কলিকাতা-১৩

জি, আর পিকচার্সের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং জুবিলী প্রেস কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।